দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 9 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চারটি প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের ৪৪৩টি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ২ হাজার ১৭৩ জনের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে এসব পদ নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। এমনকি নিয়মিত বেতন-ভাতা থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। ১৯৯৪ সালে এ চারটি প্রকল্প নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের উপজেলাগুলোতে শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্ট প্রকল্পের ৬৯৮টি, ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্টের ১ হাজার ৬০টি, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ২৫৬টি, ফিমেল সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্টের ৯৩টি এবং এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের ৬৬টি পদ ছিল।

১১৯ জেলায় পরিচালিত ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্ট প্রকল্পের ৯৮টি পদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ১১৩টি, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ১১৩টি, হিসাব রক্ষক ১১৮টি, অফিস সহকারী ১১৯টি, এমএলএসএস ১১৯টি এবং নৈশ প্রহরী ও গার্ডের ১১৬টি পদ।

২৭০টি উপজেলায় পরিচালিত ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রকল্পের ১ হাজার ৬০ টি পদের মধ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ২৫৮টি, অফিস সহকারী ২৬৬টি, এমএলএসএস ২৭০টি, প্রোগ্রামার ১টি, নৈশ প্রহরী এবং গার্ড ২৬৫টি।

৫৩টি উপজেলায় সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের ২৫৬ টি পদের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ৪২টি, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ৩৯টি, হিসাব রক্ষক ২৯টি, অফিস সহকারি ৫০টি, এমএলএসএস ৫২টি, নৈশ প্রহরী ও গার্ডের ৪৪টি পদ।

১৯টি উপজেলায় পরিচালিত ফিমেল সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রকল্পের ৯৩টি পদের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ৩৯টি, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ১৭টি, হিসাব রক্ষক ৭টি, অফিস সহকারী ১২ টি, এমএলএসএস ১৯টি এবং নৈশ প্রহরী ও গার্ড ১৯টি। এছাড়া বাস্তবায়ন ইউনিটের ৬৬ টি পদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ১১টি, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ৮টি, হিসাব রক্ষক ৭টি, অফিস সহকারী ৫টি, এমএলএসএস ২০টি এবং অন্য সবাই নৈশ প্রহরী ও গার্ড।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) অধ্যাপক মো: সিরাজুল হক বলেন, উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা অফিস পরিচালনার জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় এ জনবল সরকারিকরণ করা হয়েছে।